(খ) স্পিনোজার মত (Spinoza's View) :

দেকার্তের পরবর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা দ্রব্য সম্পর্কে দেকার্তের সংজ্ঞাটিকে কিছুটা পবিরর্তন করে বলেন, **'তাই হল দ্রব্য যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না এবং যাকে বুঝতে গেলে অন্য কোনো ধারণার প্রয়োজন হয় না।'** স্পষ্টতই, স্পিনোজাও দেকার্তের মতো দ্রব্যকে 'স্বনির্ভর' বলেছেন। **তবে, দেকার্তের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেও স্পিনোজা দেকার্তের বক্তব্যের অসংজ্ঞতি নির্দেশ করেন।** দেকার্ত দ্রব্যকে 'স্বনির্ভর' বলেও তিনটি দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। স্পিনোজার মতে, সংজ্ঞা অনুসারে ঈশ্বরকেই 'একমাত্র দ্রব্য' বলতে হয়, কেননা ঈশ্বরই কেবল স্বনির্ভর। তাহলে **ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য**। জড় ও আত্মা দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, কেননা তারা ঈশ্বর-নির্ভর। যা পর-নির্ভর তা দ্রব্য নয়। দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে 'সাপেক্ষে দ্রব্য' (দেকার্ত যার উল্লেখ করেছেন) বলে কিছু থাকতে পারে না।

Scanned by CamScanner

তাহলে জড় এবং আত্মা কী ? এবং এদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কই বা কেমন ? স্পিনোজার মতে জড় এবং আত্মা, আরও স্পষ্টভাবে 'বিস্তার' ও 'চেতনা', ঈশ্বরের অসংখ্য অনন্তধর্মী গুণের মধ্যে দুটি গুণ মাত্র। এই জগতের বিস্তার (জড়) ও চেতনা (আত্মা) ঈশ্বরের ঐ দুটি গুণের সীমিত প্রকাশ। ঈশ্বরের অসংখ্য অনন্ত গুণের মধ্যে এই দুটি গুণের প্রকাশ সম্পর্কেই আমরা, সীমিত মানুষ, অবহিত হতে পারি।

দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে তাই দ্রব্য অবশ্যই **এক, অসীম, অনন্ত, অনাদি, পূর্ণসত্তা এবং নির্বিশেষ**। দ্রব্যকে কোনো বিশেষ গুণ দিয়ে বিশিষ্ট করা যায় না। বিস্তার ও চেতনা দ্রব্যের দুটি গুণ হলেও দ্রব্যকে 'বিস্তারযুক্ত' বা 'চেতনাযুক্ত' বলা যাবে না। এখানে স্পিনোজার যুক্তি হল—**'কোনো বিষয়ে গুণের আরোপ করলেই সেই বিষয়টি সীমিত হয়'** (Determinatio negatio est)। যেমন—যদি বলা হয় 'দ্রব্য হয় বিস্তারযুক্ত' তাহলে এটাও বোঝায় যে, দ্রব্য চেতনাযুক্ত নয়, অর্থাৎ চেতনজগৎ দ্রব্যের বাইরে। তেমনি যদি বলা হয় 'দ্রব্য চেতনাযুক্ত' তাহলে এটাও বোঝায় যে, দ্রব্য বিস্তারযুক্ত নয়, অর্থাৎ জড়জগৎ দ্রব্যের বাইরে। এমন ক্ষেত্রে দ্রব্যকে আর 'এক, অসীম, অনন্ত, পূর্ণসত্তা' ইত্যাদি বলা চলে না। এজন্যই, স্পিনোজার মতে, দ্রব্য হল **নির্বিশেষ ও নির্গুণ**।

বিশ্ব-জগতের কী জড় কী অজড়—সব কিছুই এক অদ্বয় দ্রব্যের প্রকাশ (বিকার)। জগতের সবই দ্রব্য-নির্ভর। দ্রব্যই একমাত্র স্বনির্ভর, সদ্বস্তু। **এই দ্রব্যই ঈশ্বর, আবার এই ঈশ্বরই বিশ্ব-প্রকৃতি**। দ্রব্য বা ঈশ্বর যেমন এক এবং অসীম, বিশ্বজগতও তেমনি এক ও অসীম। **স্পিনোজার মতে তাই দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি**। যা দ্রব্য তাই ঈশ্বর এবং তাই বিশ্ব-প্রকৃতি। **ঈশ্বর এবং জগৎকে এভাবে অভিন্ন বলে স্পিনোজা ঈশ্বরকে জগতের বাইরে না রেখে তাঁকে জগতের প্রাণশক্তি বা প্রাণ-পুরুষ (অন্তরাত্মা) বলেছেন**। ঈশ্বরের (দ্রব্যের) প্রকাশই জগৎ। দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার এই অভিমত 'অদ্বৈতবাদ' (Absolutism) নামে পরিচিত।

বুদ্ধিবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে স্পিনোজা বলেন যে, এই এক ও অনন্য দ্রব্যকে **কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেই জানা যায়**, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায় না।

সমালোচনা ***(Criticism)*** **:**

স্পিনোজার দ্রব্য সম্পর্কে অভিমত নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণ করা যায় না—

প্রথমত, দ্রব্য নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হলে সেই দ্রব্য থেকে এই জগতের বিশিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি কীভাবে হয় তার কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা স্পিনোজা দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, স্পিনোজার মতে দ্রব্য সকল রকমের ভেদশূন্য, অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। কিন্তু ভেদশূন্য দ্রব্য থেকে কীকরে এই ভেদ-যুক্ত বিভিন্নতার জগতের, এই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি হতে পারে, তার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা স্পিনোজা দিতে পারেন না। যা নির্বিশেষ এবং অভেদ তা শূন্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। শূন্য থেকে শূন্য ছাড়া আর কিছুই উৎসারিত হয় না। স্পিনোজা তাঁর দ্রব্য-তত্ত্বে বিভিন্নতার জগৎকে একের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলেও, কীভাবে সেই এক থেকে বিভিন্নতার আবির্ভাব ঘটে, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

Scanned by CamScanner